49944 - সয়িামরে আয়াতে উল্লখেতি ফদিয়িা এর পরমিাণ

প্রশ্ন

সয়িামরে আয়াতে উল্লখেতি ফদিয়িা এর পরমিাণ কতটুকু?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক :

যে ব্যক্তি রমজান মাস পলেনে কন্িতু তনিি সয়িাম পালনে সক্ষম নয়- অতশিয় বৃদ্ধ হওয়ার কারণে অথবা এমন অসুস্থ হওয়ার কারণে যার আরোগ্য লাভরে আশা করা যায় না,তার উপর সয়িাম পালনফরজনয়। তনিি রোযা ভঙ্গ করবনে এবং প্রতদিনিরে বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়াবনে।

আল্লাহ তা'আলা বলছেনে :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/183-184.

"হে মুমনিগণ, তোমাদরে উপর সয়িাম ফরয করা হয়ছে, যভোবে ফরয করা হয়ছেলি তোমাদরে পূর্ববর্তীদরে উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। নর্িদষ্টি কয়কে দনি। তবে তোমাদরে মধ্যে যে অসুস্থ থাকব, কংিবা সফরে থাকব, তাহলে অন্যান্য দনিে সংখ্যা পূরণ করে নবে। আর যাদরে জন্য তা কষ্টকর হব, তাদরে কর্তব্য ফদিয়িা তথা একজন দরদ্রিকে খাবার প্রদান করা। অতএব যে ব্যক্তি স্বচ্ছোয় অতরিক্তি সৎকাজ করব, তা তার জন্য কল্যাণকর হব। আর সয়িাম পালন তোমাদরে জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানত। [সূরা বাক্বারাহ, ২: ১৮৩-১৮৪]

ইমাম বুখারী (৪৫০৫) ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করছেনে যে তনিি বলছেনে: "এ আয়াতটি মানসুখ (রহতি)নয়,বরং আয়াতটি অতি বৃদ্ধ নর ও নারীর ক্ষত্রেে প্রযোজ্য- যারা রোযা পালনে অক্ষম। তারা প্রতদিনিরে পরবির্তে একজন মসিকীনকে খাওয়াবনে।"

ইবনে ক্বুদামাহ “আলমুগনী”গ্রন্থে (৪/৩৯৬)বলছেনে:

“অতশিয় বৃদ্ধ নর ও নারীর জন্য রোযা পালন যদি কঠনি ও কষ্টসাধ্য হয় তবে তাঁরা রোযা পালন না করে প্রতদিনিরে পরবির্তে একজন মসিকীনকে খাওয়াবনে। তাঁরা যদি মসিকীন খাওয়াতওে অক্ষম হন তবে তাদরে উপর কোন কছিুবর্তাবে না।

[لايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساًإِلا وُسْعَهَا) [2 البقرة: 286)

“আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যরে অতরিক্তি বোঝা চাপান না।”[সূরা বাক্বারাহ, ২ :২৮৬]

আর যে রোগীর আরোগ্য লাভরে আশা করা যায় না,সওে রোযা ভঙ্গ করবে এবং প্রতদিনিরে বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়াবে।কারণ সে রোগীও বৃদ্ধ লোকরে পর্যায়ভুক্ত।”সংক্ষপ্তিসার সমাপ্ত।

“আলমাওসূআহ আলফক্বিহয়্যিাহ”(৫/১১৭)তে বলা হয়ছে:

“হানাফী,শাফয়েী ও হাম্বলী মাজহাবরে আলমেগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করছেনে যে, ফদিয়িা তখনই আদায় করা যাবে,যখন কাযা আদায় করতে পারার ব্যাপারে নরিাশা দখো দবিে। এই নরিাশা হতে পারে বার্ধক্যরে কারণে, যার ফলে ব্যক্তি রোযা রাখার সক্ষমতা রাখনে না।অথবা এমন কোন রোগরে কারণে যে রোগ থকেে আরোগ্য লাভ করা দুরূহ। যহেতেু আল্লাহ তাআলা বলছেনে:

[وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [2 البقرة: 184)

“আর যাদরে জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদরে কর্তব্য ফদিয়িা তথা একজন দরদ্রিকে খাবার প্রদান করা।”[সূরা বাক্বারাহ, ২:১৮৪]এর অর্থ হচ্ছে- যাদরে জন্য সয়িাম পালন কষ্টসাধ্য।”সমাপ্ত ।

আর শাইখ ইবনে উছাইমীন “ফাতাওয়াস্ সয়িাম” গ্রন্থে (পৃঃ ১১১) বলছেনে : “আমাদরে জানা উচতি যে রোগী দুই প্রকার :

প্রথম প্রকার :

এমন রোগী যার রোগমুক্তরি আশা করা যায়।যমেন-সাময়কি রোগ যা থকেে আরোগ্য লাভরে আশা করা যায়।এ শ্রণেীর রোগীর হুকুম হল যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেনে :

(فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)

“তবে তোমাদরে মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কংিবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্য দনিে সংখ্যা পূরণ করে নবে।”[সূরা বাক্বারাহ, ২:১৮৪]

এ শ্রণেীর রোগী সুস্থতার জন্য অপক্ষো করবে। এরপর রোযা পালন করবে।যদি এমন হয় যে তার রোগ থকেইে যায় এবং সুস্থ না হয়ে সে মারা যায়, তবে তার উপর কোন কছিু বর্তাবে না।কারণ আল্লাহ্ তাআলা তার উপর অন্য দনিগুলোতে রোযার কাযা আদায় করা ফরজ করছেলিনে। কন্িতু সে সুযোগ পাওয়ার আগইে সে মারা গছে।এক্ষত্রেে সে ঐ ব্যক্তরি ন্যায় যে ব্যক্তি রমজান আসার আগইে শা'বান মাসে মারা গলে,তার পক্ষ থকেে কাযা আদায় করতে হবে না।

দ্বতিীয় প্রকার :

এমন রোগী যার রোগ স্থায়ী।যমেন-ক্যান্সাররে রোগ (আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই), কডিনি রোগ, ডায়াবটেকিস বা এ ধরণরে স্থায়ী রোগ যা থকেে রোগীর আরোগ্য লাভ আশা করা যায় না। এ শ্রণেীর রোগী রমজান মাসে সয়িাম পালন বর্জন করতে পারবে এবং প্রতদিনিরে রোযার বদলে একজন মসিকীন খাওয়ানো তার উপর আবশ্যক হবে। ঠকি যমেন অতশিয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যারা সয়িাম পালনে সক্ষম নয় তারা করে থাকনে- রোযা না রখেে প্রতদিনিরে বদলে একজন মসিকীন খাওয়ান।এর সপক্ষে কুরআনরে দলীল হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলার বাণী:

(وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ)

"আর যাদরে জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদরে কর্তব্য ফদিয়া তথা একজন দরদ্রিকে খাবার প্রদান করা।"[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৪]উদ্ধৃতরি সমাপ্তি

দুই :

ইত্ব'আম বা খাওয়ানোর পদ্ধতি হল প্রত্যকে মসিকীনকে অর্ধকে স্বা'(প্রায় ১.৫ কলিোগ্রাম) খাবার যমেন-চাল বা অন্যকছিু প্রদান করা। অথবা খাবার বানয়িে মসিকীনদরেকে দাওয়াত দয়িে খাওয়ানো।

ইমাম বুখারী বলছেনে :

"আর যে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি রোযা পালনে সক্ষম নন তনিি মসিকীন খাওয়াবনে। যমেন আনাস (রাঃ) বৃদ্ধ হওয়ার পর একবছর কি দুইবছর প্রতদিনিরে পরবির্তে একজন মসিকীনকে রুটি ও গোশত খাইয়ছেনে; নজিে সয়িাম পালন করনেনি।" উদ্ধৃতি সমাপ্ত।

শাইখ ইবনে বাযকে একজন অতশিয় বৃদ্ধা সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি (যনিি রোযা পালনে সক্ষম নন) তনিি কী করবনে?

তনিি উত্তরে বলনে:

“তাঁকে প্রতদিনিরে বদলে একজন মসিকীনকেঅর্ধ স্বা‘ স্থানীয় খাবারখাওয়াতে হবে।যমেন-খজেুর, চাল বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য।ওজন হসিবেে এর পরমিাণ হল প্রায়দড়ে (১.৫)কলিোগ্রাম।নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একদল সাহাবী এই মর্মফেতোয়া দয়িছেনে,যাঁদরেমাঝইৈবনঅোব্বাস (রাঃওআছনে।আরযদতিনিহিতদরদ্রিহনঅর্থাৎ মসিকীন খাওয়াতসেক্ষমনা হন,তবতোরউপর অন্যকছিুবর্তাবনো।উল্লখেতিএইকাফফারা একজনমসিকীনকওে দওেয়া যতেে পার,েএকাধকি মসিকীনকদেওেয়াযতেপোর।েমাসরেশুরুতওে দয়ো যতেে পার,ে মাঝখানওে দয়ো যতেে পার,ে শষেওে দয়ো যতেে পার।েআরআল্লাহইতাওফকিদাতা।”সমাপ্ত

[মাজমূ‘ফাতাওয়া ইবনে বায (বনি বাযরে ফতোয়া সংকলন), পৃষ্ঠা-১৫/২০৩]

শাইখ ইবনে ‘উছাইমীন ফাতাওয়াস্ সয়িাম (পৃঃ-১১১)এ বলছেনে :“তাই স্থায়ী রোগে আক্রান্ত রোগী, অতশিয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদরে মধ্যে যারা রোযা পালনে অক্ষম তাদরে উপর প্রতদিনিরে রোযার পরবির্তে একজন মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি।সটো খাদ্য দান করার মাধ্যমে হোক অথবা রমজান মাসরে দনিরে সমান সংখ্যক মসিকীনকে দাওয়াত করখোওয়ানোরেমাধ্যমহেোক। ঠকি যমেনটি আনাস বনি মালকে (রাঃ) বৃদ্ধ হওয়ার পর করতনে। তনিি ৩০ জন মসিকীনকে একত্রে দাওয়াত করে খাওয়াতনে। এতে তার একমাসরে রোযার কাফফারা হয়ে যতে। ”

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিকিে (১১/১৬৪) একবার জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি রমজানরে রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তরি পক্ষ থকেে মসিকীন খাওয়ানোর ব্যাপার।ে যমেন-বার্ধক্যরে কারণে অক্ষম বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা এবং সুস্থতার আশা নইে এমন রোগী।

তাঁরা উত্তরে বলনে :

“বার্ধক্যরে কারণে যে ব্যক্তি রমজানরে রোযা পালনে অক্ষম যমেন-অশীতপির বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অথবা রোযা পালন যার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য তার জন্য রোযানা-রাখার ব্যাপারে ছাড় (রোখসত) আছ।ে তার জন্য প্রতদিনিরে পরবির্তে একজন মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি। খাদ্যরে পরমিাণ হব-ে অর্ধ স্বা গম,খজেুর,চাল বা এ জাতীয় অন্য কোন খাবার। যে খাবার তনিনিজি পরবিারকে খাদ্য হসিবেে খাইয়ে থাকনে।একই বধিান প্রযোজ্য এমনঅসুস্থ ব্যক্তরি ক্ষত্রেওে, যনিি রোযা পালনে অক্ষম বা রোযা পালন করা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং তার রোগমুক্তরি কোন আশা নইে।”এর দলীল হলো আল্লাহ তা‘আলারবাণী:

[لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا) [البقرة : 2 286)

“আল্লাহ কারও উপর তার সাধ্যরে অতরিক্তি বোঝা চাপান না।”[সূরা বাক্বারাহ, ২:২৮৬]এবং আরও এসছে:

[وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج : 22 78)

“আর তনিি দ্বীনরে ব্যাপারে তোমাদরে উপরকোন কাঠন্যি রাখনেনি।”[সূরা হাজ্জ, ২২: ৭৮]

এবং তাঁর বাণী :

[وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ] [2 البقرة : 184)

“আর যাদরে জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদরে কর্তব্য ফদিয়িা তথা একজন দরদ্রিকে খাবার প্রদান করা।”[সূরা বাক্বারাহ, ২ :১৮৪] উদ্ধৃতি সমাপ্ত।

আল্লাহই সবচয়েে ভালো জাননে।